আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে মুজিবনগরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মুজিবনগরের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দিনটি উপলক্ষে প্রথমে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) সেলিম রেজা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মমিন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স,, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) নিরঞ্জন চক্রবর্তী, উপজেলা এলজিইডি কর্মকর্তা খালিদ হাসান সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও সুধীজন।

মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ

বিতরণ

মেহেরপুরে মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া গ্রামে এ শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় এলাকার মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সহায়তার লক্ষ্যে তাদের হাতে বই, খাতা, কলম, জ্যামিতি বক্সসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. রাজু হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মেহেরপুর।

বক্তব্যে তিনি বলেন, “শিক্ষা ছাড়া কোনো সমাজকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। আগামী দিনেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।”
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. জাহারুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সদস্য, মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মেহেরপুর।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী সদস্য কুলসুম খাতুন, সদস্য শেখ জাকিয়াসহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মোনাখালী উত্তরপাড়ার জাকিরুল ইসলামের ছেলে

নাইদ ইসলাম (৩২), খোকনের ছেলে রায়হান শেখ (৫২) এবং বল্লভপুর গ্রামের মৃত সনজিৎ মণ্ডলের ছেলে রূপক মণ্ডল (৩০)। তাদের মধ্যে নাইদ ইসলাম ও রায়হান শেখের কাছ থেকে হেরোইন এবং রূপক মণ্ডলের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, মুজিবনগর থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার, ওয়ারেন্ট তামিল ও বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় পুলিশের একটি দল মোনাখালী গ্রামের জনৈক লাল মিয়ার কলাবাগানের সামনে পাকা সড়কে পৌঁছালে পুলিশের পোশাক দেখে দুই ব্যক্তি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় পুলিশ তাদের আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১০ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

অপর একটি অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বল্লভপুর গ্রামের রূপক মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় তাকে তার বসতবাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে রূপক মণ্ডল তার বাড়ির বিছানার তোষকের নিচ থেকে ১৫০ গ্রাম গাঁজা বের করে দেন। পরে তাকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে। তারা এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান তিনি।

আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। মুজিবনগরকে মাদকমুক্ত করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওসি উত্তম কুমার দাস।

মুজিবনগরে পবিত্র ঈদে

মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ২০২৬ (হিজরি ১৪৪৮) উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৬ আগস্ট বেলা ১১টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতীয় কর্মসূচির আলোকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবু শাহামা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি অমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর থানার তদন্ত কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান এবং উপজেলা ইমাম কমিটির সভাপতি তৌহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আলোচনা সভায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর তাৎপর্য এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরে ৭শ কলাগাছের কাঁদি কেটে তছরুপ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর কাঠডোবার মাঠে এক কৃষকের প্রায় দেড় বিঘা জমির ফলন্ত কলাগাছ কেটে তছরুপ করার অভিযোগ উঠেছে। এতে ওই কৃষকের আড়াই থেকে তিন লাখ

টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মোশাদ আলী মোনাখালী ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য। তিনি জানান, দেড় বিঘা জমিতে প্রায় ৭০০টি কলাগাছ চাষ করেছিলেন। কলা চাষে তার প্রায় ৯০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা খরচ হয়েছে। গাছগুলোতে ভালো ফলন এসেছিল। কলা বিক্রি করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা আয় করার আশা করেছিলেন তিনি।

মোশাদ আলীর অভিযোগ, ঘটনার আগে তাকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পরে গত রাতে কপির চারা ঢাকার জন্য স্থানীয় কৃষকেরা নিজ নিজ জমিতে যাওয়ার সময় মাঠের একটি স্থানে কয়েকজনকে অবস্থান করতে দেখেন। ওই কৃষকরা ধারণা করছেন, তারা চলে আসার কিছুক্ষণ পর রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা মোশাদ আলীর জমিতে ঢুকে প্রায় ৭০০টি ফলন্ত গাছের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি গাছের কাঁদি কেটে ফেলে তছরুপ করে দেয়।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মোশাদ আলী বলেন, “অনেক কষ্ট ও টাকা খরচ করে কলাগাছগুলো বড় করেছিলাম। গাছগুলোতে ভালো ফলনও এসেছিল। কিন্তু রাতের আঁধারে সব কেটে দেওয়ায় আমার বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। যারা এ কাজ করেছে, তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।”

এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধ্বংসযজ্ঞের দুই বছরেও সংস্কার হয়নি ভাস্কর্য ও স্থাপনা

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এখন নিজেই যেন

ধ্বংসের স্মৃতি বহন করছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর রাতের আঁধারে চালানো ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো শুরু হয়নি ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলোর সংস্কার।

২০২৫ সালে পূর্ণ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ফলে একদিকে নষ্ট হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাগুলো, অন্যদিকে পর্যটক কমে যাওয়ায় সংকটে পড়েছেন কমপ্লেক্সকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়। সেদিনই পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। স্বাধীনতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত মুজিবনগর তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

এই ঐতিহাসিক স্থানকে সংরক্ষণ ও নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে মুজিবনগরে গড়ে তোলা হয় স্মৃতিসৌধ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স।

বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগে ধাপে ধাপে এর অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৮৭ সালে।

পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ১৯৯৯ সালে কমপ্লেক্সের মূল নির্মাণকাজ শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রায় ৬৬ একর জায়গাজুড়ে গড়ে ওঠে বিশাল এই কমপ্লেক্স।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা, ১১টি সেক্টরে যুদ্ধের চিত্র এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের নানা অধ্যায় তুলে ধরতে এখানে নির্মাণ করা হয় তিন শতাধিক ছোট-বড় ভাস্কর্য। ফলে ধীরে ধীরে মুজিবনগর পরিণত হয় দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও পর্যটনকেন্দ্রে।

কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর সেই ঐতিহাসিক স্থাপনাতেই নেমে আসে ধ্বংসযজ্ঞ। রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তদের হামলায় কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ভাস্কর্য ও স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র তুলে ধরা

ভাস্কর্য।

ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনা।

শুধু ভাঙচুরেই থেমে থাকেনি দুর্বৃত্তরা। কমপ্লেক্স থেকে লাইট, সিসি ক্যামেরা, ব্যাটারি, পানির পাম্পসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম খুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষত এখনো স্পষ্ট। কোনো ভাস্কর্যের হাত নেই, কোনোটি হারিয়েছে পা। কোথাও মাটিতে পড়ে আছে ভাস্কর্যের মাথা, কোথাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে নাক-মুখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থানে আগাছা ও অপরিচ্ছন্নতার ছাপও দেখা গেছে।

দর্শনার্থীরা বলছেন, মুজিবনগর শুধু একটি পর্যটনকেন্দ্র নয়, এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। অথচ ধ্বংসস্তূপের বর্তমান চিত্র দেখে হতাশ তারা। দ্রুত সংস্কারের মাধ্যমে এর আগের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

২০২৫ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকাননে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক বলেছিলেন, মুজিবনগরের ইতিহাস জাতির গর্ব, যা চিরকাল অম্লান থাকবে। ইতিহাস যাতে কোনোভাবে বিকৃত না হয়, সে জন্য সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

ওই অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা আরও জানান, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের যেসব অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলো পূর্ণ সংস্কার করা হবে।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির পরও পেরিয়ে গেছে এক বছরের বেশি সময়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ভাঙচুরের পর দুই বছর পেরিয়ে গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলোর দৃশ্যমান সংস্কারকাজ শুরু হয়নি। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। তাদের প্রশ্ন, কবে সংস্কার হবে স্বাধীনতার এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাগুলোর?

সংস্কার না হওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে মুজিবনগরের পর্যটনেও। একসময়

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই দর্শনার্থীরা আসতেন। বিশেষ করে ছুটির দিন ও জাতীয় দিবসগুলোতে কমপ্লেক্স এলাকায় থাকত মানুষের ব্যাপক ভিড়। এখন সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। ভাঙাচোরা পরিবেশ দেখে অনেক পর্যটক হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পর্যটক কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন কমপ্লেক্সের আশপাশের হোটেল, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান ও বিভিন্ন ছোট ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা। ব্যবসায়ীরা জানান, আগে ছুটির দিনগুলোতে পর্যটকদের ভিড়ে বেচাকেনা বাড়ত। এখন অনেক সময় দোকান খুলে বসে থাকলেও পর্যাপ্ত ক্রেতা পাওয়া যায় না। এতে আয় কমে গেছে, অথচ দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতনসহ অন্যান্য খরচ আগের মতোই রয়েছে।

এক ব্যবসায়ী বলেন, মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পর্যটক কমে যাওয়ার সরাসরি প্রভাব তাদের ব্যবসায় পড়েছে। দ্রুত সংস্কার করে দর্শনার্থীদের জন্য পরিবেশ সুন্দর করা হলে পর্যটক বাড়বে এবং স্থানীয় ব্যবসাও ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা করেন তিনি।

স্থানীয়দের মতে, মুজিবনগর কমপ্লেক্সকে শুধু একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে দেখলে হবে না। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলো সংস্কারের পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার, আধুনিক তথ্যকেন্দ্র, উন্নত আলোকসজ্জা, পরিচ্ছন্নতা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে কমপ্লেক্সটি সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আবারও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে মুজিবনগর। এতে একদিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে মুজিবনগরকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থানীয় পর্যটননির্ভর অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়াবে।

সংস্কারের অগ্রগতি জানতে মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম রফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। ফলে সংস্কারকাজ শুরুর নির্দিষ্ট সময়সীমা কিংবা এ বিষয়ে সরকারি পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যে মুজিবনগরের আম্রকাননে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছিল, যে স্থান স্বাধীনতার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের

সাক্ষী, সেই মুজিবনগর আজ নিজেই বহন করছে ধ্বংসের ক্ষত। কয়েক দশকের নির্মাণ ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই ঐতিহাসিক কমপ্লেক্স এখন সংস্কারের অপেক্ষায়।

প্রতিশ্রুতি এসেছে, কিন্তু বাস্তবায়নের অপেক্ষা শেষ হয়নি। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, আর অবহেলা নয়, দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হবে মুজিবনগরের হারানো সৌন্দর্য। ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন যেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে না থাকে, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে হয়ে ওঠে স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাস জানার জীবন্ত পাঠশালা।

তবে সংস্কার নিয়ে আশার কথা জানিয়েছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। তিনি বলেন, ‘মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে এবং সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাও পাঠানো হয়েছে। নতুন অর্থবছরে বরাদ্দ পাওয়া গেলে সংস্কারকাজ শুরু হবে।’

মুজিবনগরে অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট গ্রেপ্তার, জুয়ার সরঞ্জাম উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট ও মাস্টারমাইন্ড মো. মুরশিদ আলম ওরফে লিপু গাজীর বাগানবাড়ি থেকে এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. আতিউর রহমান ওরফে শিশির (৩৫)। তিনি মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাঁর বাবা মো. আমিনুল ইসলাম ওরফে আমাই এবং মা মোছা. ফাতেমা খাতুন।

পুলিশ জানায়, বুধবার (১২ আগস্ট) রাত ১২টা ৪৫ মিনিট থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ইনচার্জ প্রদীপ কুমার সানার নেতৃত্বে মুজিবনগর থানার বিশ্বনাথপুর গ্রামের লিপু গাজীর বাগানবাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় পুলিশের গাড়ির উপস্থিতি টের পেয়ে বাগানবাড়িতে অবস্থানরত অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট ও মাস্টারমাইন্ড মুরশিদ আলম ওরফে লিপু গাজীসহ তাঁর সহযোগীরা ক্যাসিনো পরিচালনায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম ফেলে গোপন পথে পালিয়ে যায়।

পরে বাগানবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে অনলাইন ক্যাসিনো পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত দুটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাব, একটি মোবাইল ফোন, দুটি পেনড্রাইভ, দুটি পাসপোর্ট, রূপালী ব্যাংকের একটি চেকবই, উত্তরা ব্যাংকের একটি চেকবই, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্যাংকের ১১টি ভিসা কার্ড, RedotPay-এর একটি ভিসা কার্ড, CASINO MARINA COLOMBO-এর একটি ভিআইপি কার্ড, একটি মোটরসাইকেল এবং নগদ ৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হওয়া আতিউর রহমান ওরফে শিশিরকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি টুপি গোপালপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার আতিউর রহমান ওরফে শিশিরকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

জেলা পুলিশ জানিয়েছে, মেহেরপুরে অনলাইন ক্যাসিনো ও জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অন্যতম শীর্ষ অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট লিপুর বাগানবাড়িতে

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৪টি সাইবার আইনে মামলা চলমান রয়েছে। তিনি বর্তমানে জামিনে রয়েছেন।

জব্দ করা ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো ফরেনসিক পরীক্ষার পর অনলাইন জুয়া পরিচালনায় এগুলোর ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে নতুন একটি সাইবার মামলা দেওয়া হবে। পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ফরেনসিক পরীক্ষা এবং সব তদন্ত কার্যক্রম শেষে হলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানানো হবে।

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন

‘সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি’ এবং ‘ভিন্ন প্রেক্ষাপট, অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা’ এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মাদকমুক্ত যুবসমাজ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে মেহেরপুরের মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৬ উদ্যাপন করা হয়েছে।

বুধবার (১২ আগস্ট) ‘শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বহুপক্ষীয় উদ্যোগ (এমআইপিএস)’ প্রকল্পের আওতায় এবং ‘ইউথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (ওয়াইপিএজি)’ এর আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ‘দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট, বাংলাদেশ’ এর সার্বিক সহযোগিতায় এবং ‘যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন’ এর অর্থায়নে দিবসটি উদ্যাপন করা হয়।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারসংলগ্ন এলাকা থেকে একটি বর্ণাঢ্য যুব র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। এতে স্থানীয় তরুণ-তরুণী, শান্তির দূত, বিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

র্যালি শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে পিএফজির সমন্বয়কারী ওয়াজেদ আলী খান বলেন, “তরুণদের শক্তির বিকল্প নেই, যুবশক্তিরও বিকল্প নেই। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে, মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা থেকে তরুণদের এখনই দূরে রাখতে হবে। কোনোভাবেই যেন মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীরা সমাজের মূলধারায় গিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে।”

তিনি সাংবাদিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, “সীমান্তবর্তী এ এলাকায় কোন সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার হয়, কারা মাদক পাচার ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং কারা মাদক সেবন করে এসব বিষয়ে খুব শিগগিরই মুজিবনগর থানা তালিকা করবে এবং জনসম্মুখে তা প্রকাশ করবে। যাতে সাধারণ মানুষ তাদের চিনতে পারে এবং যুবসমাজ ও সমাজের মানুষ তাদের বয়কট করে সমাজ থেকে বিতাড়িত করতে পারে।”

অন্যান্য বক্তারা বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ ও চালিকাশক্তি হলো যুবসমাজ। তরুণ প্রজন্মকে মাদকমুক্ত রেখে সুসংগঠিত করা এবং শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। সংঘাত এড়িয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তারা।

কর্মসূচিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ ইউথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মাদকবিরোধী ও শান্তি-সম্প্রীতির বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

মুজিবনগরের নতুন ইউএনও রুপায়ন দেব

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা রুপায়ন দেব।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার মো. মোহছেন উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা রুপায়ন দেবকে (পরিচিতি নম্বর-১৮৮৮০) মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে। এর আগে তিনি খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে পরবর্তী পদায়নের জন্য ন্যস্ত ছিলেন।